বঙ্গানুবাদসহ
বিষয়ভিত্তিক কোরআন ও হাদীছ

ছাত্র কল্যাণ প্রকাশনী, ফেনী

بسم الله الرحمن الرحيم

বিষয়ভিত্তিক

আল্ কোরআন ও আল্ হাদীস

প্রকাশক ঃ রফিকুল ইসলাম
সহযোগিতায় ঃ নাসির উদ্দিন সরকার

আরও ই-বোক সংগ্রহের জন্য,ভিজিট করুন।
http://quransunnahralo.wordpress.com
http://iqraqitab.blogspot.com

পরিবেশনায়
ছাত্র কল্যাণ প্রকাশনী
যোগাযোগের ঠিকানা
ইসলামী বই ঘর, কোর্ট মসজিদ রোড, ফেনী।

সূচীপত্র

ভূমিকা —	১
লক্ষ্য উদ্দেশ্য আয়াত —	২ — ৩
লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাদীস —	৩ — ৪
আয়াত ঃ	
দাওয়াত —	৫ — ৬
সংগঠন —	৭ — ৮
প্রশিক্ষণ —	৮ — ১০
ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সঃ —	১০ —
ইসলামী বিপ্লব —	১১ — ১২
ঈমান —	১২ — ১৩
ইসলাম —	১৩ — ১৫
আখেরাত —	১৫ — ১৬
তাকওয়া —	১৭ — ১৮
পর্দা —	১৮ — ২০
মুমীনের গুণাবলী —	২০ — ২১
আনুগত্য —	২১ — ২২
ত্যাগ কুরবানী ও পরীক্ষা —	২২ — ২৩
আল্লার পথে ব্যয় —	২৩ —
হাদীস ঃ	
দাওয়াত —	২৪ — ২৫
সংগঠন —	২৫ — ২৭
প্রশিক্ষণ —	২৭ — ২৮
ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সঃ —	২৮ — ৩০
বিপ্লব —	৩০ — ৩১
ঈমান —	৩১ — ৩২
ইসলাম—	৩২ —

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

লাখো শুকরিয়া সেই মহান আল্লাহর দরবারে যার অশেষ কৃপায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এই বইখানা প্রকাশ করতে পেরেছি।

নবী রাসূলগণের যামানা থেকে শুরু করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের হাল ধরেছেন যুগে যুগে বীর মুজাহীদগণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। তাই আজ বিংশ শতাব্দীতে এসেও এই কাফেলা পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ্য কাফেলা। আর এই কাফেলায় শরিক হয়েছে বাংলাদেশের লাখো ছাত্র জনতা। বিশেষ করে মাদ্রাসা ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আজ ইসলামকে জীবন বিধান হিসাবে জীবনের সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠায় রত। তাই এই আন্দোলনের একমাত্র শক্তি হলো আল্ কোরআন ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীস। যাঁর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

বর্তমানে বাংলায় শিক্ষিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বিষয়ভিত্তিক কোরআন, হাদীছ অধ্যয়নে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হন। আর এই সমস্যা সমাধানকল্পে আরবী বঙ্গানুবাদ ও সরল অর্থসহ বইটা ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

পরিশেষে যাদের জন্য আমাদের এই পরিশ্রম তাদের সাফল্যের মাধ্যমে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্ছুতি ও মুদ্রণ-জনিত ভুলের জন্য সকলের নিকট মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন— আমিন।

প্রকাশক

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

আয়াত

(١) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজজাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাছ-ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ আমি সব দিক হতে মুখ ফিরায়ে বিশেষভাবে কেবলমাত্র সেই মহান সত্তাকেই ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(সূরা আনয়াম - ৭৯)

(٢) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লিয়াবুদূন।

অর্থ ঃ আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (আজ জারিয়াহ)-৫৬

(٣) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ কুল ইন্না সালাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মা'হইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বীল আ'লামীন।

অর্থ ঃ হে নবী আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই প্রতিপালক আল্লার জন্য।

(আনয়াম-১৬২ আয়াত)

(٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াছিলাতা ওয়া জাহিদূ ফী ছাবীলিহি লায়াল্লাকুম তুফলিহুন।

অর্থ ঃ হে ইমানদারগণ! আল্লাকে ভয় কর, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। (মায়েদা ৩৫)

(٥) قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ -

উচ্চারণ ঃ কুল ইন্নি উমিরতু আন আবুদাল্লাহা মুখলিছান লাহুদ্বীন।

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একান্তভাবে দ্বীনকে তাঁরই জন্য নিবেদিত করা।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

হাদীস

(١) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلْعَمْ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন আবী উমামাতা (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) মান আহাব্বা লিল্লাহি ওয়া আবগাযা লিল্লাহি ওয়া আতা লিল্লাহি ওয়া মানায়া লিল্লাহি ফাকাদিছতাকমালাল ঈমান।

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে কাহাকেও ভাল বাস্‌ল এবং আল্লাহর জন্যেই শত্রুতা

করল এবং আল্লাহর জন্যেই দান খয়রাত করল এবং আল্লাহর জন্যেই দান খয়রাত থেকে বিরত থাকল সে তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।

(আবু দাউদ)

(٢) وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا -

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিবি (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) যাকা তোয়ামাল ঈমানি মান রাযিয়া বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদ্বীন রাসূলান।

অর্থ ঃ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সেই ব্যক্তি গ্রহণ করেছে যে আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

(٣) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلعم اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন আবী যার্‌রিন (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) আফযালুল আমালি আলহুব্বু ফিল্লাহি ওয়ালবুগযু ফিল্লাহি।

অর্থ ঃ হযরত আবুযর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, সমস্ত কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে আল্লাহরই জন্য মিত্রতা পোষণ করা আর আল্লাহরই জন্য শত্রুতা পোষণ করা। (আবু দাউদ)

দাওয়াত – আয়াত

(٤) وَإِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইলা সামূদা আখাহুম ছোয়ালিহান কালা ইয়া কাওমি-বুদুল্লাহা মালাকুম মিন ইলাহিন গাইরুহ।

অর্থ ঃ সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে, সে বল্‌ল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তেমাদের কোন উপাস্য নেই। (সুঃ আরাফ–৭৩)

(٥) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

উচ্চারণ ঃ উদয়ু ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিলহিকমাতি ওয়াল মাওয়েযাতিল হাসানাতি ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান।

অর্থ ঃ ডাক তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম নছিহতসহকারে আর বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। (নহল–১২৫)

(٦) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়ামান আহসানু কাওলান মিম্মান দায়া ইলাল্লাহে ওয়া আমেলা সোয়ালেহান ওয়া কালা ইন্নানী মিনাল মুসলেমীন।

অর্থ ঃ তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে ? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হামীম আস সিজদা—৩৩)

(٧) ثُمَّ إِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا - ثُمَّ إِنِّيْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا -

উচ্চারণ ঃ ছুম্মা ইন্নী দায়াওতুহুম জিহারান ছুম্মা ইন্নী আলানতু লাহুম ওয়া আছরারতু লাহুম ইছরারান।

অর্থ ঃ অতঃপর তাদেরকে আমি উচ্চ স্বরে ডেকেছি, আবার প্রকাশ্য-ভাবেও তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিয়েছি; গোপনে গোপনেও তাদেরকে বুঝায়েছি।

(٨) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খাইরি ওয়া ইয়ামুরূনা বিল মারূপি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকারি ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন।

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও কল্যানের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে, এ লোকেরাই সফল কাম।
(ইমরান –১০৪)

সংগঠন — আয়াত

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

উচ্চারণ ঃ ওয়া'তাছিমূ বিহাবলিল্লাহি জামিয়াওঁ ওয়ালা তাফাররাকূ।

অর্থ ঃ তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওনা। (ইমরান— ১০৩)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্লাযীনা ইউকাতিলূনা ফী ছাবীলিহি ছাপ্পান কাআন্নাহুম বুনিয়ানুম মারছূছ।

অর্থ ঃ যারা আল্লার পথে লড়াই করে সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধভাবে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (আস্‌সফ)

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ ফা-আকীমুস্‌সালাতা ওয়া আতুযযাকাতা ওয়াতাছিমূ বিল্লাহে।

অর্থ ঃ পরস্পর তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর, আর আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর।

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইয়াতাছিম বিল্লাহি ফাকাদ হুদিয়া ইলা সিরাতিম মুস্তাকীম।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে সে সত্য, সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। (সুরা ইমরান)

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

উচ্চারণ ঃ ওয়া কাযালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাওঁ ওয়াছাতাল লিতাকূনূ শুহাদাআ আলান্নাছি ওয়া ইয়াকূনার রাসূলু আলাইকুম শাহীদান।

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা লোকদের জন্যে স্বাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্য স্বাক্ষী হন। (বাকারা-১৪২)

প্রশিক্ষণ — আয়াত

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ --

উচ্চারণ ঃ ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযি খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়ারাব্বুকাল আকরাম, আল্লাযি আল্লামা বিল কালাম।

অর্থ ঃ পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়াবআছ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলূ আলাইহিম আ-ইয়াতিকা ওয়া ইউয়াল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কীহিম ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম।

অর্থ ঃ হে প্রভু! তাদের মধ্য থেকেই তাদের জন্য আপনি এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুণ যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াত পাঠ করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (বাকারা-১২৯)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ-

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইউআল্লেমুহুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়াত তাওরাতা ওয়াল ইঞ্জীল।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ তাকে (মূছা আঃ) কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান করবেন। তাওরাত ও ইঞ্জীলের শিক্ষা দিবেন। (আল ইমরান-৪৮)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ-

উচ্চারণ ঃ কুল হাল ইয়াসতাবিল আ'মা ওয়াল বাসিরো আম হাল তাসতাবিল যুলুমাতু ওয়ান নূরু।

অর্থ ঃ বল অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে ? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয় ? (রাদ-১৬)

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ ইয়ারফাউল্লাহুললাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়াললাযিনা উতুল ইলমা দারাজাতিন ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা খাবীর।

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ মর্যাদা দেবেন। তোমরা যাই কর তৎসম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞাত।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমাজ - আয়াত

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ কুল হাল ইয়াসতাবিললাযীনা ইয়ালামূনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামূন।

অর্থ ঃ আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে ?

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

উচ্চারণ ঃ কিতাবুন আনযালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন লিইয়াদ্দাব্বারূ আ-ইয়াতিহী ওয়া লিয়াতাযাক্কারূ উলুল আলবাব।

অর্থ ঃ এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এবং বিবেকবানেরা সবক গ্রহণ করে। (সাদ-২৯)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া নায্যালনা আলাইকাল কিতাবা তিবইয়ানান লিকুল্লি শাইয়িন ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতান ওয়া বুশরা লিলমুসলেমীন।

অর্থ ঃ আমি আপনার নিকট কোরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা হিসাবে এবং মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শক, অনুগ্রহ ও জান্নাতের সু-খবর স্বরূপ।

বিপ্লব-আয়াত

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ তু'মিনূনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তুজাহিদূনা ফী সাবীলিল্লাহি বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুছিকুম যালিকুম খাইরুল্লাকুম ইন্‌কুনতুম তা'লামূন।

অর্থ ঃ তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ করবে আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে, এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা বোঝ। (সফ-১১)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লাতাকূনা ফেতনাতুওঁ ওয়া ইয়াকূনাদ্‌- দ্বীনু লিল্লাহি।

অর্থ ঃ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা নির্মুল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

(বাকারা-১৯৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযিনা আমানূ ওয়াল্লাযিনা হাজারো ওয়া জাহাদো ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া উলায়িকা ইয়ারজোনা রাহমাতাল্লাহি ওয়াল্লাহু গাফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে বাড়ী ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে, তারা সংগতভাবে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, আর আল্লাহ তাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি নিজের করুণাধারা বর্ষণ করবেন। (বাকারা-২১৮)

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً -

উচ্চারণ ঃ ওয়া কাতিলুল মুশরিকীনা কাফফাতান কামা ইউকাতিলূনাকুম কাফ্ফাতান।

অর্থ ঃ আর তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (তওবা–৩৬)

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ -

উচ্চারণ ঃ ইউজাহিদূনা ফী ছাবীলিল্লাহি ওয়ালা ইয়াখাফূনা লাওমাতা লায়িমিন।

অর্থ ঃ তারা আল্লার পথে জিহাদ করে এমনভাবে যে, তারা এই পথে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে এক বিন্দুও ভয় করে না। (মায়দা–৫৪)

ইমান — আয়াত

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ছাওয়াউন আলাইহিম আ-আনযারতাহুম আম লাম তুনযিরহুম লা ইউ্মিনূন।

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায়না, তারা ইমান আনবে না। (বাকারা-৬)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা কীলা লাহুম আমিনূ কামা আমানান্নাছু কালূ আনু'মিনু কামা আমানাছ্ছুফাহাউ আলা ইন্নাহুম হুমুছ্ছুফাহাউ ওয়ালা কিল্লা ইয়ালামূন।

অর্থ ঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃত পক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযিনা আমানূ ওয়া আমিলুছ ছোয়ালিহাতি লাহুম জান্নাতুন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু যালিকাল ফাওযুল কাবীর।

অর্থ ঃ যাহারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান যার নীছে ঝর্ণা বহিতে থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

ইসলাম – আয়াত

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাদ দ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।

অর্থ ঃ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। (আল ইমরান-১৯)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً - وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুদখুলূ ফিস্‌সিলমে কাফ্‌ফাতান ওয়ালা তাত্তাবিও খুতুওয়াতিশ শাইতোয়ানে ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবীন।

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুস্মরণ করনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (বাকারা-২০৮)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

উচ্চারণ ঃ আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতী ওয়ারাযীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।

অর্থ ঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়ামাই ইয়াবতাগি গাইরাল ইসলামি দ্বীনান ফালাই ইউকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাছিরীন।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা কখনো গ্রহণ করা হবেনা; বরং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল-ইমরান— ৮৫)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আফাগাইরা দ্বীনিল্লাহি ইয়াবগুনা ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদি তাওয়ান ওয়া কারহান ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন।

অর্থ ঃ তারা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কাহারও আনুগত্য করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে আর সকলে তাঁর নিকট ফিরে যাবে। (ইমরান-৮৩)

আখেরাত — আয়াত

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা ইউমিনূনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওমা উনযিলা মিন কাবলিকা ওয়া বিলআখিরাতি হুম ইউকিনূন।

অর্থ ঃ এবং যারা বিশ্বাস করে সে সব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ ইয়াওমা লা তামলিকু নাফছুন লিনাফছিন সাইয়াওঁ ওয়াল-আমরু ইয়াওমা ইযিন লিল্লাহ।

অর্থ ঃ সেই দিন কেহ কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না, সেই দিন ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতে। (ইনফিতার–১৯)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদীহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানূ ইয়াকছিবূন।

অর্থ ঃ সে দিনকে ভয় কর যে দিন তাদের মুখের উপর মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (সুরা ইয়াসিন)

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিন লাখাবীর।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সেই দিনের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের রব খুব ভাল করে জানেন।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্না ইয়াওমাল ফাসলি মীকাতুহুম আজমাঈন।

অর্থ ঃ নিশ্চয় ইহকালের জন্য নির্ধারিত রয়েছে উহাদের বিচার দিবস। (দুখান ৪০)

তাকওয়া - আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ق وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়ুহাললাযিনা আমানুছবিরু ওয়াছোয়াবিরু ওয়া রাবিতু ওয়াত্তাকুল্যাহা লায়াল্লাকুম তুফলিহুন।

অর্থ ঃ হে ইমানদারগণ ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থিদের মোকাবেলায় দৃঢ় ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আশা আছে যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (ইমরান-২০০)

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা ছারীউল হিছাব।

অর্থ ঃ খোদার আইন ভঙ্গ করাকে ভয় কর। হিসাব গ্রহণে আল্লাহর সামান্যও দেরী লাগে না। (মায়েদা-৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাললাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়ালতানযুর নাফছুম্মা কাদ্দামাত লিগাদিন ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তামালূন।

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সব আমল সম্পর্কে অবগত যা তোমরা করে থাক।" (হাশর-১৮)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ -

উচ্চারণ ঃ ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম।

অর্থ ঃ বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগার।" (হুজুরাত-১৩)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামূতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুছলিমূন।

১। "হে ঈমানদারগণ! খোদাকে ভয় কর, যেমনি তাকে ভয় করা উচিত। তোমাদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সেই অবস্থা ছাড়া-যখন তোমরা হবে আত্মসমর্পনকারী। (ইমরান-১০২)

পর্দার - আয়াত

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু কুল লিআযওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিছায়িল মুমিনীনা ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না যালিকা আদনা আঁইয়ুরাফনা ফালা ইউযীনা ওয়া কানাল্লাহু গাফূরার রাহীমান।

অর্থ ঃ হে নবী আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগন ও ঈমানদার নারীগণকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের চাদরের আচল ঝুলায়ে দেয়। ইহা অধিক উত্তম ও রীতি যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায়। ফলে তাদেরকে উত্যপ্ত করা হবেনা আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ লা তাদখুলূ বয়ূতান গাইরা বুয়ূতিকুম হাত্তা তাছতানিছূ ওয়া তুছাল্লিমূ আলা আহলিহা যালিকুম খাইরুল্লাকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারূন।

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে প্রবেশ করনা। যতক্ষণ প্রর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাও এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (নুর-২৮)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ কুল লিল মুমিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন আবছারিহিম ওয়া ইয়াহ্ফাযূ ফুরুজাহুম যালিকা আযকা লাহুম ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা ইয়াছনাউন।

অর্থ ঃ হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচায়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। ইহা তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। (সুরা নুর-৩০)

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى -

উচ্চারণ ঃ ওয়া কারনা ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়্যাতিল উলা।

অর্থ ঃ এবং তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সেজে- গুজে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াইওনা। (আহযাব-৩৩)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরূজিহিম হাফিযূন।

অর্থ ঃ (মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে) তারা তাদরে লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সুরা মুমিনুন-৫)

মুমিনের গুণাবলী - আয়াত

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা আমানূ অসাদ্দু হুব্বান লিল্লাহি।

অর্থ ঃ যাহারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। (বাকারা-১৬৫)

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া আলাল্লাহি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনূন।

অর্থ ঃ প্রকৃত মুমিন যারা তাদের একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করা উচিত। (ইমরান-১৬০)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ কাদ আফলাহাল মুমিনূনা আল্লাযীনা হুম ফী ছালাতিহিম খাশিউন ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগ্‌বি মুরিদুন ওয়াল্লাযিনা হুম লিয্‌যাকাতি ফায়েলূন, ওয়াল্লাযিনা হুম লিফুরূজিহিম হাফিযূন।

অর্থ ঃ নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা বেহুদা কাজ হতে দূরে থাকে, যারা যাকাত আদায়ে কর্মতৎপর হয়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সুরা মুমেনূন-১-৫)

আনুগত্য - আয়াত

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাকুল্লাহা ওয়া আতিউন।

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং আনুগত্য কর। (আশ-শুয়ারা)

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

উচ্চারণ ঃ আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়া উলিল আম্‌রে মিনকুম।

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কতৃত্বশীলদের আনুগত্য কর। (নিসা-৫৯)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাসূলা ওয়ালা তুবতিলূ আমালাকুম।

অর্থ ঃ হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করনা। (মুহাম্মদ -৩৩)

ত্যাগ কুরবানী ও পরীক্ষা - আয়াত

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ কুল ইন্না ছালাতি ওয়া নুছুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহাশতারা মিনাল মুমিনীনা আনফুছাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাতা।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমীনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। (সুরা তাওবা-১১১)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ - وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়িন মিনাল খাওফি ওয়ালজূয়ি ওয়া নাকছিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুছি ওয়াচ্ছামারাতি ওয়া বাশ্‌শিরিছ্ ছোয়াবিরীন।

অর্থ ঃ আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয় ক্ষুধা এবং কোন মালের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। আপনি সবরকারীদের সুসংবাদ দিন। (বাকারা-১৫৪)

আল্লাহর পথে ব্যয় - আয়াত

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা ইউমিনূনা বিলগাইবি ওয়া ইউকীমুনাছ সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনপিকূনা।

অর্থ ঃ যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (বাকারা-৩)

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা লাকুম আল্লা তুঁনফিকূ ফী সাবীলিল্লাহি ওয়ালিল্লাহি মীরাছুস সামাওয়াতি ওয়ালআরদি।

অর্থ ঃ আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমন কি থাকতে পারে ? অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর। (হাদিদ-১০)

আল্ হাদীস

দাওয়াত - হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً -

উচ্চারণ ঃ আন আবদিল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাও আইয়াতান।

অর্থ ঃ আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারী)

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهٗ كَمَا سَمِعَهٗ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ -

উচ্চারণ ঃ নায্যারাল্লাহু ইমরাআন্ ছামেয়া মিন্না শাইয়ান ফাবাল্লাগাহু কামা ছামেয়াহু ফারুব্বা মুবাল্লেগীন আওআ মিন ছামেয়িন।

অর্থ ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে চির সবুজ রাখবেন যে আমার নিকট হতে কিছু শুনতে পেল ও অন্যের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিল। প্রায়াশঃই মুবাল্লিগ শ্রোতার তুলনায় অধিক সংরক্ষণ করতে পারে।

(তিরমিজি)

(৯) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم بَعَثَ مَعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ আন ইবনে আব্বাসিন (রাঃ) আন্না রাসূলাল্লাহি (সঃ) বায়াছা মুয়াযান ইলাল ইয়ামানি ফাকালা ইন্নাকা তাতি কাওমান আহলা কিতাবিন ফাদউহুম ইলা শাহাদাতি আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) মায়াযকে (রাঃ) ইয়েমনে পাঠিয়েছেন। পাঠাবার সময় তাকে বলেছিলেন, তুমি আহালে কিতাবদের নিকট যাচ্ছো, তাদেরকে (সর্ব প্রথম) আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সংগঠন — হাদীস

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ আন হারিছিল আশয়ারী (রাঃ) কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ)। আমুরুকুম বিখামছিন বিল জামায়াতি ওয়াছ-সামঈ ওয়াত তা-য়াতে। ওয়াল হিজরাতি ওয়াল জিহাদি ফী সাবীলিল্লাহি।

অর্থ ঃ হযরত হারিছ আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি তা এই–(১) সংঘবদ্ধ হবে (২) নেতার আদেশ শ্রবণ করবে (৩) নেতার আনুগত্য করবে (৪) হিজরত করবে অর্থাৎ আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।" (মুসনাদে আহমদ তরমিজী)

(١٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لَاإِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ -

উচ্চারণ ঃ আন উমর ইবনিল খাত্তাবি (রাঃ) কালা লা ইসলামা ইল্লা বিজামায়াতিন ওয়ালা জামায়াতা ইল্লা বিইমারাতিন ওয়ালা ইমারাতা ইল্লা বিতোয়াতিন।

অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনি খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব বিহীন সংগঠন নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।" (আছরার)

(١١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِىْ سَفَرٍ فَأَمِّرُوْا أَحَدَكُمْ ذٰلِكَ أَمِيْرٌ أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণ ঃ আন ওমর ইবনিল খাত্তাবি (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) ইযা কুনতুম ছালাছাতান ফী ছাফারিন ফা আম্মিরু আহাদাকুম যালিকা আমীরুন আম্মারাহু রাসূলুল্লাহি (সঃ)।

অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা যখন তিনজন লোক সফরে থাকবে তখনও তোমাদের একজনকে আমীর বানাবে, সে হবে এমন আমীর যাকে স্বয়ং রাসুল (সঃ) নিযুক্ত করেছেন।" (বায্যাজ ও তাবরানী) (হাদীসটি সহীহ সনদে উদ্ধৃত)

প্রশিক্ষণ - হাদীস

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ -

উচ্চারণ ঃ খাইরুকুম মান তা আল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু।

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কোরআনের জ্ঞান নিজে শিখে এবং অপরকে শিখায়।

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صعلم) نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتَاجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهُ -

উচ্চারণ ঃ আন আলী (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) নি'মার রাজুলুল ফাকীহু ফিদদ্বীনি ইনিহ্তিমজা ইলাইহি নাফায়া ওয়া ইনিছতগনিয়া আনহু আগনা নাফছাহু।

অর্থ ঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন; দ্বীন সম্পর্কে বুঝ-জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তি কতই না উত্তম। তার মুখাপেক্ষী হলে ফায়দা দান করে আর তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে সে আত্মনির্ভরশীল হয়। (মিশকাত)

عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ مَا نَحَلَ وَلَدٌ وَالِدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ -

উচ্চারণ ঃ আন আইয়্যুব ইবনে মূসা আন আবীহি আন জাদদিহি (রাঃ) আন্না রাসূলাল্লাহি (সঃ) কালা মা নাহালা ওয়ালিদুন ওয়ালাদাহু মিন নুহলিন আফযালা মিন আদাবিন হাসানিন।

অর্থ ঃ আইয়্যুব বিন মূসা তাঁর পিতার নিকট থেকে, তিনি তার দাদার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন: কোন পিতা তার সন্তানের উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভালো কোনো জিনিসই দান করতে পারে না। (তিরমিজী, মিশকাত)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

উচ্চারণ ঃ আন আনাসিন (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) তালাবুল ইলমি ফারীযাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন।

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল করিম (সঃ) বলেছেন; ইলম দ্বীন সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয-অবশ্য কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ)

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমাজ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا -

উচ্চারণ ঃ আন আবিদ্ দারদা (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) মান ছালাকা তারিকান ইয়াতলুবু ফীহি ইলমান ছাহ্হালাল্লাহু লাহু তারিকান ইলাল জান্নাতি ওয়া ইন্নাল মালায়িকাতা লাতাযাউ আজনিহাতাহা।

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফিরিশতাগণ ইলম সন্ধানীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের পাখা বিছায়ে দেন।

(তিরমিজী)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَاحَسَدَ اِلَّا فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا -

উচ্চারণ ঃ আন ইবনে মাসউদিন (রাঃ) কালা কালা রাসুলুল্লাহি (সঃ) লা হাসাদা ইল্লা ফী ইছনাইনি রাজুলুন আতাহুল্লাহু মা-লান ফাছাল্লাতোয়াহু আলা হালাকাতিহি ফিল হাককে ওয়া রাজুলুন আতাহুল্লাহু হিমকাতা ফাহুয়া ইয়াকযি বিহা ওয়া ইউআল্লিমুহা।

অর্থ ঃ আবদুল্লা ইবেন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দু'ব্যক্তির ব্যাপারে 'হাসাদ' বা ঈর্ষা করা জায়েয ঃ (১) যাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) যাকে আল্লাহ তায়ালা (দ্বীনের) হিকমাত দান করেছেন অতপর উহাকে সঠিকভাবে অন্যের নিকট পৌছায় এবং তা শিক্ষা দেয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا -

উচ্চারণ ঃ আন আবি হুরায়রা (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) আলিমাতুল হিকমাতি দোয়াল্লাতুল হাকীমি ফা হাইছু ওয়াজাদাহা ফাহুয়া আহাক্কু বিহা।

অর্থ ঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী, মিশকাত)

বিপ্লব - হাদীস

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ -

উচ্চারণ ঃ আন আবিজাররিন (রাঃ) কালা কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহি (সঃ) আইয়্যুল আমালি আফযালু কালাল আল ঈমানু বিল্লাহি ওয়াল জিহাদু ফী সাবীলিহি।

অর্থ ঃ "হযরত আবু জার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন; আমি জিজ্ঞাস করলাম হে রাসূল! কোন কাজ উত্তম ও উৎকৃষ্ট তা আমাকে বলে দিন। উত্তরে রাসূল (সঃ) বলেন; খোদার প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ -

উচ্চারণ ঃ আন আবিহুরায়রা (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) মান মাতা ওয়া লাম ইয়াগযু ওয়া লাম ইউদিছ বিহি নাফছাহু মাতা আলা শু'বাতি মিনান নিফাক।

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মরে গেল অথচ না সে জিহাদ করেছে, আর না তার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা সংকল্প ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছে, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকের ন্যায় মরল। (মুসলিম)

ইমান - হাদীস

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِلَّا قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ لَا دِيْنَ لِمَنْ لَّا عَهْدَ لَهٗ - (مشكوة)

উচ্চারণ ঃ আন আনাসিন (রাঃ) কালা ফালাম্মা খাতাবানা রাসূলুল্লাহি (সঃ) ইল্লা কালা লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লাহু লা দীনা লিমান লা আহদা লাহু।

অর্থ ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেছেন, যার মাঝে আমানতদারী নেই তার মাঝে ঈমান নেই, আর যার মাঝে ওয়াদা পালন নেই তার মাঝে দ্বীন নেই। (মিশকাত)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ -

উচ্চারণ ঃ আন আমর ইবনে আবাসাতা (রাঃ) কালা কুলতু ইয়া রাসুলাল্লাহি (সঃ) মাল ঈমানু কালা আছ্ছব্রু ওয়াছ্ছামাহাতু।

অর্থ ঃ আমর বিন আবাসা (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম ঈমান কি ? তিনি বললেন, ছবর (ধর্য্য ও শহনশীলতা) এবং দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা হচ্ছে ঈমান। (মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانُ -

উচ্চারণ ঃ কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) মান আহাব্বা লিল্লাহি ওয়া আবগাযা লিল্লাহি ওয়া আতা লিল্লাহি ওয়া মানায়া লিল্লাহি ফাকাদ ইসতাক মালাল ঈমান।

অর্থ ঃ রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালোবাসলো। আল্লাহর জন্যেই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো আল্লাহর জন্যেই কাউকে দান করলো এবং তাঁর জন্যেই কাউকে দান করা হতে বিরত থাকলো সে ব্যক্তি তার ঈমানটা পরিপূর্ণ করে নিলো। (বুখারী)

ইসলাম - হাদীস

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ-

উচ্চারণ ঃ আন আবদিল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কালা কালা রাসূলুল্লাহি (সঃ) বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন শাহাদাতু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া ইকামিছ ছালাতি ওয়াইতায়িয্ যাকাতি ওয়াল হাজ্জে ওয়া সাওমি রামাযান।

অর্থ ঃ হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেন ৫টি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই কথা সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হাজ্জ করা ও রমাযানের রোজা রাখা।
(বুখারী মুঃ সঃ)

স্ক্যানিং পি ডি এফ ও সম্পাদনা:-
আব্দুল মালিক তালুকদার
তারিখ:- ৩০/০৬/২০১৪

আরও ই-বোক সংগ্রহের জন্য,ভিজিট করুন।
http://quransunnahralo.wordpress.com
http://iqraqitab.blogspot.com

বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পাঁচ দফা কর্মসূচী

লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পূণর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

কর্মসূচী ঃ

এক ঃ তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে ইসলামের আহবান পৌছিয়ে তাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানার্জন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

দুই ঃ যে সকল ছাত্র ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিতে প্রস্তুত তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

তিন ঃ এই সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান এবং আদর্শ চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলে জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী হিসেবে গড়ার কার্যকরী ব্যবস্থা করা।

চার ঃ আদর্শ নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের দাবীতে সংগ্রাম এবং ছাত্র সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান।

পাঁচ ঃ অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামী বিপ্লব সাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।